(৭নং) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়>>
وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ >ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ)গুণসম্বলিত "আলিম" সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা ।

ভুমিকা: উপরে বর্ণিত "وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ--ওআরাছাতুল আম্বিয়া" নামের শিরোনাম থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে, আলিমগণ হচ্ছেন নবীগণের(আলাইহিমুসসালামগণের) ওআরিছ । আলিমগণ হচ্ছেন নবীগণের(আলাইহিমুসসালামগণের) ওআরিছ কথাটি যেমন সাধারণ মুসলিম মানুষের স্বাভাবিক কথা-বার্তা থেকে সর্বদাই জেনে এসেছি এবং অহরহ শুনছিও ঠিক তেমনিভাবে ওয়াজ-মাহফিলে এমনকি অন্য সময়েও আলিম- উলামাগণের মুখনি:সৃত বর্ণনা থেকেও জেনে এসেছি ও শুনে আসছি । আলিম- উলামাগণ ওয়াজ-মাহফিলে এমনকি অন্য সময়েও প্রায়ই বলে থাকেনঃ أَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ অর্থ-"আলিমগণ নবীগণের (আলাইহিমুসসালামগণের) ওআরিছ" । এই কথাটি ধ্রুব সত্য । এই বিষয়ের সত্যায়নে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণীও আছে । বাণীটি এই----------

(১) عَنْ أَبِي الدَّرْداء قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : ---- إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ـ سنن أبن ماجه ـ(223) অর্থঃ-হযরত আবি দারদা (রাদিআল্লাহআনহু) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি : ---- নিশ্চয় আলিম-উলামাগণ হচ্ছেন وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ । সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-২২৩ ।
তাই, এই অধ্যায়ের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হল أَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ >ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ) ।

সূচনাঃ মহান আল্লাহ তাআ'লা খালিক বা স্রষ্টা । মহান আল্লাহ তাআ'লা ব্যতীত অস্তিত্বশীল দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান সকল কিছুই তাঁর মাখলুক বা সৃষ্টি । মহান আল্লাহ তাআ'লার সৃষ্ট সমুদয় কিছু দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত । যথা-(১) জড় (২) জীব । জীব আবার দুই ভাগে বিভক্ত । যথা-
(ক) বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণী।
(খ) বাকশক্তিহীন প্রাণী ।
বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণীর মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণি । মানুষ জাতি অত্র অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় । তাই, মানুষ জাতির বিভিন্ন শ্রেণির উপর কম-বেশী, সংক্ষিপ্ত-দীর্ঘ আলোচনা করব ইনশাআল্লহ তাআ'লা । মানুষ জাতিকে গুণগত দিক দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে তাদের পারস্পারিক অবস্থানগত দিক আলোচনা করব । উদ্দেশ্য এই যে, কুরআন ও হাদির শরীফের আলোকে মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট অনুসরনীয় আলিম কে অথবা অনুসরনীয় আলিমের মর্যাদাই বা কি এবং বর্জনীয় আলিম কে অথবা বর্জনীয় আলিমের অবস্থাই বা কি উহা স্পষ্ট করে তোলা যাতে প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যাক্তিই নিজের অবস্থান জেনে নিয়ে সতর্ক হয়ে তার ইসলামি জীবন সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারেন ।
মানুষ জাতি স্তরভেদে দুইটি শ্রেণিতে বিভক্ত ।
(১) নবী ও রাসূল শ্রেণির মহান মানুষ (আলাইহিমুসসালাম)।
(২) সাধারণ শ্রেণির মানুষ ।

অত্র অধ্যায়ে নবী ও রাসূল শ্রেণির মহান মানুষ (আলাইহিমুসসালাম) সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করব না ।কারণ, নবী ও রাসূল শ্রেণির মহান মানুষ (আলাইহিমুসসালাম)গণ তাঁরা তাঁদের কর্তৃক দুনিয়াতে সম্পাদিত তাঁদের কর্মের হিসাব-নিকাশ ও জবাবদিহিতা থেকে কিয়ামতের দিন তাঁরা সম্পূর্ণ মুক্ত । তাঁদের প্রতিটি কর্মের ও আচার-আচরনের হিসাব-নিকাশ ও জবাবদিহিতা দুনিয়াতেই সম্পন্ন হয়ে গেছে । তাই, আমি এখন এই অধ্যায়ে সাধারণ শ্রেণির মানুষ নিয়ে আলোচনা করব । কারণ, সাধারণ শ্রেণির প্রতিটি মানুষ দুনিয়াতে তার কর্তৃক সম্পাদিত সকল কর্মের ও আচরনের হিসাব-নিকাশ ও জবাবদিহিতা থেকে কিয়ামতের দিন তারা মুক্ত নহে । মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট মানুষের সকল উত্তম কর্মের পুরস্কার ও মন্দ কর্মের শাস্তি রয়েছে ।

সাধারণ শ্রেণির মানুষ গুণগত দিক দিয়ে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত ।

(১) জাহিল বা মুর্খ মানুষ ।
(২) আলিম বা জ্ঞানী মানুষ ।

এই অধ্যায়ে জাহিল বা মুর্খব্যাক্তি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করব না । কারণ, জাহিল বা মুর্খ ব্যাক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা অত্র অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় নহে । তবে, জাহিল বা মুর্খব্যাক্তি সম্পর্কে এতটুকু জেনে নেয়া দরকার যে, জাহিল বা মুর্খব্যাক্তি সে তার জাহালত তথা মুর্খতা পরিত্যাগ করে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা তার উপর ফরজ । যেমন- পবিত্র কুরআনে আছে- মহান আল্লাহ তাআলা বলেন:

(১)
অর্থ:- قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ ـ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو ا الْأَلْبَابِ ـ سُوْرَةُ الزُّمَرِ (9)
হে নবী! আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানেনা তারা কি একই সমান? (না, তারা একই সমান নহে), উপদেশ কেবল তারাই গ্রহণ করে বা মানে যারা বুদ্ধিমান ।সুরা যুমর,আয়াত নং-৯।

(২)(43) ـ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ،وَمَايَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُوْنَ ـسُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتِ অর্থঃ-এই সকল উদাহরণ মানুষদের জন্যে দেই, কিন্তু জ্ঞানীরাই(আলিমরাই)তা বুঝে । সুরা আল-আ'নকাবুত, আয়াত নং-৪৩ ।

(৩) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا أَصْحَابِ السَّعِيْرِ ـسُوْرَةُ الْمُلْكِ (10)
অর্থঃ- তারা(কাফিররা) বলবে: যদি আমরা শুনতাম অথবা বুঝতাম(বুদ্ধি খাটাতাম), তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভূক্ত হতাম না । সুরা মুলক, আয়াত নং-১০ ।

(8)(28) ـ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ، ـ سُوْرَةُ الْفَاطِرِ অর্থঃ- আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই(আলিমরাই)তাঁকে ভয় করে । সুরা ফাতির, আয়াত নং-২৮ ।

পবিত্র হাদিস শরীফে আছে- আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: طَلَبُ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ " الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ"ـ سنن أبن ماجه ـ(224)

অর্থ:-আনাস বিন মালিক(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের (প্রত্যেক নর-নারীর) উপর ফরজ" সুনানু ইবনি মাজাহ,হাদিস শরীফ নং-২২৪ ।

যাহোক, অত্র অধ্যায়ের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আলিম ব্যাক্তি । সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং পরিচিতি ও সংজ্ঞাগত দিক দিয়ে আলিম দুই শ্রেণিতে বিভক্ত । যথা-

(১) নামধারী আলিম ।

(২) প্রকৃত আলিম ।

নামধারী আলিমের সংজ্ঞা: যিনি পবিত্র কুরাানের প্রতিটি শব্দের অর্থ ও প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যা পূর্ণভাবে অবহিত নহেন বা জানেন না কিন্তু তিনি মানব সমাজে বা মুসলিম সমাজে আলিম বলে পরিচিত এবং জনগণ থেকে আলিমের মর্যাদা ভোগ করে থাকেন অথচ তিনি এই মর্যাদা ও সম্মাণ ভোগ করার যোগ্য নন তিনিই "নামধারী আলিম" হিসেবে অভিহিত । প্রচলিত ভাষায় নামে আলিম কাজে নয় ।মুসলিম সমাজে আলিম হিসেবে পরিচিত এই নামধারী আলিম মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট হাকিকতে বা বাস্তবে আলিম হিসেবে গণ্য নহেন বরং মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট তিনি প্রকৃতপক্ষে প্রতারক,প্রবঞ্চক,ধোকাবাজ ও বাটপার হিসেবে গণ্য । কারণ, তিনি বাহ্যত মানব সমাজে বা মুসলিম সমাজে আলিম বলে পরিচিত হলেও বাস্তবে কিন্তু তিনি মূলত: পবিত্র কুরআনের প্রতিটি শব্দের অর্থ ও প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যা পূর্ণভাবে জ্ঞাত নন । তাই, এইরূপ নামধারী আলিম ব্যাক্তি আলিম হিসেবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবেন না বরং তিনি একজন প্রতারক,প্রবঞ্চক,ধোকাবাজ ও বাটপার ব্যাক্তি হিসেবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবেন । পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে আলিমের মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে প্রশংসাস্বরুপ যেই সমস্ত বানী এসেছে নামধারী আলিম ব্যাক্তি আখিরাতে উক্ত সম্মাণে সম্মণিত হবেন না বা উক্ত সম্মানভূষিত হবেন না প্রকৃত আলিমের প্রশংসায় আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা অনেক হাদিস শরীফ বলেছেন । এখানে কয়েকখানা হাদিস শরীফ বর্ণনা করা হল ।

(১) عَنْ أَبِي الدَّرْداء قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : ----وَ إِنَّ فَضْلَ الْعُالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ – سنن أبن ماجه –(223)

অর্থঃ-হযরত আবি দারদা (রাদিআল্লাহ আনহু) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি : ---নিশ্চয়ই সমস্ত উপগ্রহের উপর চন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব আবিদের উপর তেমন । নিশ্চয় আলিম-উলামাগণ হচ্ছেন وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ । নিশ্চয় নবীগণ(আলাইহিমুস সালাম)দিনার-দেরহাম ওআরিছ করেন না, তাঁরা শুধু ইলম বা জ্ঞান ওআরিছ করেন । অতএব যে এটা গ্রহণ করল সে পূর্ণ অংশই গ্রহণ করল । সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-২২৩ ।

(২) " فَضْلَ الْعُالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَى رَجتُلٍ مِنْ أَصْحَابِي "

অর্থঃ-আমার সাহাবীদের মধ্যে নিম্ন মানের সাহাবীর উপর আমার যেরুপ শ্রেষ্ঠত্য আবিদের উপর অলিমের শ্রেষ্ঠত্য তদ্রুপ ।

(৩) عَنْ أَبِي الدَّرْداء قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ :إِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِى السَمَوَاتِ وَمَنْ فِى الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانِ فِى الْبَحْرِ – – سنن أبن ماجه –(229) :

অর্থঃ-হযরত আবি দারদা (রাদিআল্লাহআনহু) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি : ---নিশ্চয়ই আকাশ-জমিনে যারা আছে এমনকি সাগরের মাছসমূহ আলিমের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে । সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-২২৩ ।

(৪) عَنْ أَبِي هريرة، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَا عُبِدَ اللهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ فِقْهٍ فِى الدِّيْنِ ، وَلَفَقِيْهٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَ عِمَاد هَذَا الدِّيْنِ أَلْفِقْهُ" — المعجم الكبير لطبرانيى " (6166)

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : ধর্মের ফিকহ বা জ্ঞানর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করা যায়না, শয়তানের উপর এক হাজার আবিদের চেয়ে একজন ফকীহ বা জ্ঞানী ব্যাক্তি বেশী শক্তিশালী,

প্রত্যেকটি কিছুর পিলার বা স্তম্ভ আছে, এই ধর্মের পিলার বা স্তম্ভ হচ্ছে ফিকহ বা জ্ঞান । মু'জামুল আওসাত,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬১৬৬ ।

উপরোল্লিখিত হাদিস শরীফগুলোতে আলিমের মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে বর্ণিত প্রশংসাস্বরূপ বাণীগুলো কি নামধারী আলিম ব্যাক্তির বেলায় প্রযোজ্য? নামধারী আলিম ব্যাক্তি কি উক্ত মর্যাদা ও সম্মাণের অধিকারী? না, না, কখনো না । আমি এখন নামধারী আলিম ব্যাক্তি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করব না । এইটা এই জন্য যে, নামধারী আলিম ব্যাক্তি অত্র অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় নয় । অত্র অধ্যায়ের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হচ্ছে وَرَثَةُ الأَنْبِيَاء-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত "প্রকৃত আলিম" । তাই, আমি এখন প্রথমে প্রকৃত আলিমের সংজ্ঞা, পরিচিতি, অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করব । মহান আল্লাহ তাআ'লাই তাওফিক দাতা ।

প্রকৃত আলিমের সংজ্ঞা: যেই মুসলিম মানুষ সীমাবদ্ধ সিলেবাস [1] (نِصَا ب/নিসাব বা পাঠ্যসূচী) নহে বরং বিস্তারিত ও পূর্ণ সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত পবিত্র কুরআনের প্রতিটি শব্দের অর্থ ও প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যা পূর্ণভাবে অবহিত ও জ্ঞাত আছেন এবং যেই মুসলিম মানুষ সীমাবদ্ধ সিলেবাস (نِصَا ب /নিসাব বা পাঠ্যসূচী) নহে বরং বিস্তারিত ও পূর্ণ সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত

[1] **(১)**পবিত্র কুরআনের সীমাবদ্ধ সিলেবাসের ব্যাখ্যাঃ পবিত্র কুরআনের ১১৪টি সুরার মধ্যে কয়েকটি সুরা সিলেবাস বা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করা ।

(২)পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত সিলেবাসের ব্যাখ্যাঃ পবিত্র কুরআনের ১১৪টি সুরাই সিলেবাস বা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করা ।
হাদিস শরীফের সীমাবদ্ধ সিলেবাসের ব্যাখ্যাঃ হাদিস শরীফের সীমাবদ্ধ সিলেবাস বা পাঠ্যসূচী ০২ (দুই) প্রকার ।
(১) হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থের সিলেবাস ।
(২) হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহে বর্ণিত বিষয়ের অধ্যায়ের সিলেবাস বা পাঠসূচী ।
(১) হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থের সিলেবাসঃ হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থের সিলেবাস বলতে বুঝায় প্রথম ও দ্বিতয় হিজরী সনে লিখিত বা রচিত হাদিস শরীফের বিশাল ভান্ডারসম্বলিত গ্রন্থসমূহকে বাদ দিয়ে হিজরী তৃতীয় সনে লিখিত বা রচিত হাদিস শরীফের ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত ভান্ডারসম্বলিত গ্রন্থসমূহকে ইসলামি বিশ্বের মাদরাসা বা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সিলেবাস বা পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা । প্রথম ও দ্বিতয় হিজরী সনে লিখিত বা রচিত হাদিস শরীফের বিশাল ভান্ডারসম্বলিত গ্রন্থসমূহের নামঃ **১. মুসনাদে- ইমাম আবু হানিফা ২. মোআত্তায়ে -ইমাম মালিক ৩. মুছান্নাফে- আবি শায়বা ৪. মুছান্নাফে- আব্দুর রাজ্জাক, ৫. মুসনাদে- ইমাম শাফিয়ী ও ৬. তাঁর ফিকহী (اَلْفِقْهِى) পদ্ধতিতে লিখিত "কিতাবুলউম্মি" ৭. মুসনাদে- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ৮.সুনানে দারেমি** ।
(২) হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহে বর্ণিত বিষয়ের অধ্যায়ের সিলেবাস বা পাঠসূচীঃ হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহে বর্ণিত বিষয়ের অধ্যায়ের সিলেবাস বা পাঠসূচী বলতে বুঝায় **তৃতীয় হিজরী সালে লিখিত বা** রচিত হাদিস শরীফের ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত ভান্ডারসম্বলিত গ্রন্থসমূহকে ইসলামি বিশ্বের মাদরাসা বা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সিলেবাস বা পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা সত্বেও এগুলোর ভিতরকার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত পূর্ণ অধ্যায়গুলো সিলেবাস বা পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত না করে এগুলোরও ক্ষুদ্র এবং সামান্য অংশ সিলেবাস বা পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা ।হিজরী তৃতীয় সনে লিখিত বা রচিত হাদিস শরীফের ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত ভান্ডারসম্বলিত গ্রন্থসমূহের নামঃ **বুখারী শরীফ,মুসলিম শরীফ,জামে' তিরমিজি শরীফ, সুনানে আবু দাউদ শরীফ, সুনানে নাসাই শরীফ ও সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ ।**

সমস্ত হাদিস সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানসহ পূর্ণভাবে অবহিত ও জ্ঞাত আছেন তিনিই "প্রকৃত আলিম"

গুণগত বিচারে "প্রকৃত আলিম" দুইভাগে বিভক্ত ।

(১) وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত "প্রকৃত আলিম" ।

(২) وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণবর্জিত বা খেতাব বিবর্জিত " প্রকৃত আলিম" ।

নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুসসালামগণের) বিশ্বস্তজন তথা আমানতদার আলিমগণই হচ্ছেন وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত "প্রকৃত আলিম" এবং তারাই প্রকৃতপক্ষে আখিরাতে পুরস্কারপ্রাপ্ত "প্রকৃত আলিম" ।

পক্ষান্তরে নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুসসালামগণের) বিশ্বাসঘাতক তথা খেয়ানতদার আলিমগণই হচ্ছেন وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণবর্জিত বা খেতাব বিবর্জিত "প্রকৃত আলিম" এবং তারাই প্রকৃতপক্ষে আখিরাতে শাস্তিপ্রাপ্ত "প্রকৃত আলিম" । দুনিয়া-আখিরাতে উপরে বর্ণিত উভয় প্রকার আলিমের কার কতটুকু অবস্থান রয়েছে তাদের সেই অবস্থানগত দিকই নিম্নে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ তাআ'লা । যেহেতু মাদরাসা-মসজিদে, ওয়াজ-মাহফিলে উলামাকেরামগণের মুখনি:সৃত বয়ানের মধ্য দিয়ে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র হাদিস শরীফে বর্ণিত বিভিন্ন বাণীর মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে, কোন কোন আলিম আখিরাতে খুবই মর্যাদা লাভ করবেন ও বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত হবেন আবার এও জানতে পেরেছি যে, কোন কোন আলিম আখিরাতে অপদস্ত হবেন এবং শাস্তি প্রাপ্ত হবেন । তাই, উপরোক্ত বর্ণনাদৃষ্টিতে এই কথাই প্রমাণ হয় যে, "প্রকৃত আলিম" অবস্থানগত দিক দিয়ে দুই ভাগে বিভক্ত বা প্রকৃত আলিমেরও দুই অবস্থা ।

(১) আখিরাতে পুরস্কারপ্রাপ্ত "প্রকৃত আলিম"

(২) আখিরাতে শাস্তিপ্রাপ্ত "প্রকৃত আলিম"

আখিরাতে পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রকৃত আলিমের অবস্থানঃ

আখিরাতে পুরস্কারপ্রাপ্ত "প্রকৃত আলিমই" ইসলামি শরীয়তে দুনিয়াতে وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছের পদমর্যাদার খেতাব ভুষিত মর্যাদাবান "প্রকৃত আলিম" । ইসলামি শরীয়তে (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة ") তথা ইসলামি আইনে তিনিই মুসলিম সমাজে অনুসরণীয় আলিম এবং ধর্মীয় অনুশাসন সম্পর্কিত যাবতীয় অমীমাংসিত বিষয়ে সমাধান দেওয়ার, সাধারণ মানুষকে হেদায়াত করার, ওয়াজ-নসিহত করার, ফতওয়া দেওয়ার এবং পবিত্র কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করার একমাত্র অধিকার তারই রয়েছে । অন্য কারো এই অধিকার নেই । وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত প্রকৃত আলিমের যোগ্যতা অর্জন না করে যদি কেউ ধর্মীয় অনুশাসন সম্পর্কিত যাবতীয় অমীমাংসিত বিষয়ে সমাধান দেয়, সাধারণ মানুষকে হেদায়াত করে, ওয়াজ-নসিহত করে, ফতওয়া দেয় এবং পবিত্র কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করে তবে তার এই কাজটি হবে ইসলাম ধর্মে অনধিকার চর্চা করা । আখিরাতে সে মহা শাস্তির সম্মুখীন হবে । তবে , হা ! এই ব্যাক্তিটি সাধারণ মুসলিম হিসেবে اَلْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْف والنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ-মুসলিম মানুষকে সৎকাজে আহবান ও ঘৃণ্য কর্ম থেকে বারণ করার কাজটি সে করতে পারে বা পারবে ।

وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ)গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত প্রকৃত আলিমের মর্যাদাঃ

وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত প্রকৃত আলিমের তিনটি মর্যাদা রয়েছে । নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হল ।

(১) وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত প্রকৃত আলিম যদি অনিচ্ছাকৃত কোন বিষয়ে ভুল মিমাংসা দেন বা ভুল সিদ্ধান্ত দেন তা হলে তার এই অনিচ্ছাকৃত ভুল মিমাংসার বা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য আখিরাতে তাকে কোন ভর্তসনা করা হবে না, পাকড়াও করা হবে না এবং পুরস্কার থেকেও বঞ্চিত করা হবে না বরং তার ভুল মিমাংসার বা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য একটি পুরস্কার দেওয়া হবে আর সঠিক মিমাংসার বা সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য তাকে দ্বিগুন পুরস্কার দেওয়া হবে । ভুল মিমাংসার বা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য তাকে কোন ভর্তসনা না করা বা অসম্মাণ না করা এইটা একটি তার জন্য আখিরাতে প্রথম পুরস্কার ও বিশেষ মর্যাদা । যেমন-হাদিস শরীফে আছে- আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ

عَنْ أَبِي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَ إِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ــ بخاري، (4356)

অর্থঃ- যখন কোন বিজ্ঞ ব্যাক্তি কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত দেন তা হলে তার জন্য দুটি পুরস্কার রয়েছে । আর ভুল সিদ্ধান্ত দিলে একটি পুরস্কার রয়েছে ।

(২) وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত প্রকৃত আলিম যদি অসাবধানতা বশত: কোন পাপ করে ফেলেন তা হলে তার উক্ত পাপের কারনে তাকে আখিরাতে শাস্তি প্রদান না করে মহান আল্লাহ তাআ'লার সাথে তার একটু একান্ত সাক্ষাৎকারে তার কর্তৃক সংঘটিত পাপ সম্পর্কে সমালোচনা আকারে কথোপকনের পর ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশের জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লা তাকে আদেশ করবেন ।পাপের শস্তির পরিবর্তে একান্ত সাক্ষাতে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া তার জন্য এইটা আখিরাতে তার দ্বিতীয় পুরস্কার ও বিশেষ মর্যাদা । যেমন-হাদিস শরীফে আছে- আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ

عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ :يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا قَعَدَ عَلَى الْقُرْسِيِّهِ لِقَضَاءِ عِبَادِهِ : إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ عِلْمِي وَ حُكْمِي فِيْكُمْ إِلاَّ وَأَنَا أُرِيْدُ أَغْفِرَ لَكُمْ، عَلَى مَاكَانَ فِيْكُمْ ، وَلاَ أُبَالِي ــ المعجم الكبير لأطبَرَانِي - - (1364)

অর্থ- হযরত ছা'লাবা বিন আল হাকাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তাআ'লা যখন তাঁর বান্দাদের মধ্যে মীমাংসার জন্য সিংহাসনে আসীন হবেন, তখন তিনি আলিমগণকে সম্বোধন করে বলবেন আমি তোমাদের মধ্যে আমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়েছি শুধু এই জন্যে যে, তোমাদের মধ্যে যাই থাকুক না কেন (তোমরা যা কিছু করেছ না কেন) তা সত্বেও আমার ইচ্ছা আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব ।এতে আমি কোন কিছুর পরোয়া করি না । আল মু'জামুল কাবির,তবারানী, হাদিস শরীফ নং-১৩৬৪ ।

عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِي قَالَ : : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ : "يَبْعَثُ اللهُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يُمَيِّزُ الْعُلَمَاءَ ، فَيَقُوْلُ : يَا مَعْشَرَ الْعُلَمَاءِ ، إِنِّي لَمْ أَضَعْ فِيْكُمْ عِلْمِي وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُعَذِّبَكُمْ ،إِذْهَبُوا، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ " المعجم الاوسط ـ(4264)

অর্থ- হযরত আবু মুসা আল আশআ'রী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন । অতপর: আলিমগণকে পৃথক করবেন (অন্য এক যায়গায় সমবেত করে)বলবেন, আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিবার জন্য তোমাদের বক্ষে আমার ইলম বা জ্ঞান রাখি নাই(আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবার জন্যেই তোমাদের বক্ষে আমার ইলম বা জ্ঞান রেখেছি)। যাও, তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম । আল মু'জামুল আওসাত,তবারানী, হাদিস শরীফ নং-৪২৬৪ ।

(৩) وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত "প্রকৃত আলিমকে" মহান আল্লাহ তাআ'লা পাপী বান্দাদের জন্য আখিরাতে সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করা হবে ।এইটা তার জন্য আখিরাতে তৃতীয় পুরস্কার ও বিশেষ মর্যাদা । যেমন-হাদিস শরীফে আছে- আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثَةٌ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ :اَلْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ– سنن أبن ماجه – (229) :

অর্থঃ- হযরত ওসমান (রাদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত , তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ তিন দল লোক কিয়ামতের (কঠিন) দিবসে (পপপীদের জন্য) সুপারিশ করবেন ।প্রথমত: আম্বিয়া কেরাম, তারপর আলিমগণ,তারপর শহীদগণ, সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং- ২২৯।

وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাববা পদবী অর্জনের পদ্ধতিঃ

প্রকৃত আলিম যদি নবী-রাসুলগণের(আলাইহিমুস সালাম) আমানতদার তথা বিশ্বস্তজন হতে সক্ষম হন তবেই তিনি وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ)গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিভুষিত হতে পারবেন ।
উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিভুষিত হওয়ার জন্য একমাত্র শর্ত হচ্ছে একটি । আর তা হচ্ছে নিম্নরূপ ।

(১)"নবী-রাসুলগণের(আলাইহিমুস সালাম) আমানতদার তথা বিশ্বস্তজন হওয়া" ।
যে কোন প্রকৃত আলিমের মধ্যে উপরোক্ত প্রশংসনীয় গুণটির(আমানতদার তথা বিশ্বস্তজন হওয়ার মত গুণটির) সমাবেশ ঘটবে তিনিই وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিভুষিত মর্যাদাবান প্রকৃত আলিম বলে গণ্য হবেন। যেমন-হাদিস শরীফে আছে- আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ

" اَلْعُلَمَاءُ أُ مَنَاءُ الرُّسُلِ অর্থঃ-আলিমগণই রাসুলগণের(আলাইহিমুস সালাম) আমানতদার তথা বিশ্বস্তজন । উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, তিনি وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

-ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ)গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিভুষিত হতে হলে একজন প্রকৃত আলিমকে নবী-রাসুলগণের(আলাইহিমুস সালাম) আমানতদার তথা বিশ্বস্তজন হওয়া লাগবে ।

"নবী-রাসুলগণের(আলাইহিমুস সালাম) আমানতদার তথা বিশ্বস্তজন হওয়ার প্রক্রিয়াঃ
উপরোক্ত " اَلْعُلَمَاءُ اُ مَنَاءُ الرُّسُلِ " অর্থঃ-"আলিমগণই রাসুলগণের(আলাইহিমুস সালাম) আমানতদার তথা বিশ্বস্তজন" নামক হাদিস শরীফখানায় আমানতদার তথা বিশ্বস্তজন হওয়ার পদ্ধতি হিসেবে দুটি শর্তের উল্লেখ আছে ।
(১)রাজা-বাদশাহ,রাষ্ট্রনায়ক,মন্ত্রীবর্গ ও শক্তিধর লোকদের সাথে মিলাশি থেকে দূরে থাকা ।
(২) দুনিয়া বিমুখ হওয়া ও দুনিয়ার প্রতি অনাশক্তি হওয়া ।
কোন প্রকৃত আলিম যদি উপরোক্ত দুটি শর্ত অবলম্বন করে নিজের উপর উক্ত দুটি শর্ত বাস্তবে কার্যকর করতে পারেন তা হলে তিনি আমানতদার তথা বিশ্বস্ত প্রকৃত আলিম বলে গণ্য হবেন ।

যেমন-উপরোক্ত দুইটি শর্ত সম্পর্কে দুটি দীর্ঘ হাদিস শরীফে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ

(১) প্রথম হাদিস শরীফঃ

" اَلْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ عَلَى عِبَادِ اللهِ تَعَالَى مَالَمْ يُخَالِطُوا السَّلاَطِيْنَ فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ فَقَدْ خَانُوا الرُّسُلَ ، فَاحْذَرُوا هُمْ و اعْتَزِلُوا هُمْ " ـــ(إِحْيَاءُ عُلُوْمُ الدِّيْنِ) .
অর্থঃ-আলিমগন যতক্ষণ পর্যন্ত রাজা-বদশাহর সাথে (রাষ্ট্রনায়ক, মন্ত্রীবর্গ ও শক্তিধর লোকদের সাথে মিলামিশা করবেনা ততক্ষণ তারা নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুস সালাম) আমানতদার তথা বিশ্বস্তজন। আর যখন তারা উহা করে ফেলবে তখন তারা নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুস সালাম) খিয়ানতদার তথা বিশ্বাসঘাতক হয়ে পড়বে । এমতাবস্থায় তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো এবং তাদেরকে পরিত্যাগ কর, (ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন)।

(২) দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

" اَلْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَالَمْ يُخَالِطُوا السُّلْطَانَ وَلَمْ يَدْخُلُوا فِى الدُّنْيَا فَإِذَا خَالَطُوا السُلْطانَ وَدَخَلُوْا فِى الدُّنْيَا فَقَدْ خَانُوا الرُسُلَ ، فَاعْتَزِلُوا هُمْ واحْذَرُوا هُمْ "ـــ(نُزْهَةُ الْمَجَالِسِ + تَنْبِيْهُ الْغَافِلِيْنَ)
অর্থঃ-আলিমগন যতক্ষণ পর্যন্ত রাজা-বদশাহর সাথে (রাষ্ট্রনায়ক,মন্ত্রীবর্গ ও শক্তিধর লোকদের সাথে (তাদের পক্ষ হতে উলামাদেরকে আহবানের সাড়া ব্যতীত অথবা উলামা কর্তৃক রাজা-বাদশাহদেরকে ধর্মের দিকে আহবান ব্যতীত অথবা ধর্মীয় কাজে সহায়তা পাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত অথবা অসহায় ও নিরুপায় হয়ে তাদের সাহায্য-সহযোগিতার উদ্দেশ্য গমনাগমন ব্যতীত ও শুধুমাত্র হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে যেমন-প্রভূত্ব,প্রভাব-পত্তি, শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে) মিলামিশা করবেনা এবং দুনিয়াতে প্রবেশ করবেনা (বিলাসিতা,লোভ-লালসা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, প্রভুত্ব অর্জন, সুনাম-সুখ্যাতি ও সম্মাণ ইত্যাদি চরিতার্থ করতে নিবিষ্ট হয়ে পড়বেনা)ততক্ষণ তারা নবী-রাসুলগণের(আলাইহিমুস সালাম) আমানতদার তথা বিশ্বস্তজন। আর যখন আলিমগণ রাজা-বদশাহর সাথে (রাষ্ট্রনায়ক,মন্ত্রীবর্গ ও শক্তিধর লোকদের সাথে (তাদের পক্ষ হতে উলামাদেরকে আহবানের সাড়া

ব্যতীত অথবা উলামা কর্তৃক রাজা-বাদশাহদেরকে ধর্মের দিকে আহবান ব্যতীত অথবা ধর্মীয় কাজে সহায়তা পাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত অথবা অসহায় ও নিরুপায় হয়ে তাদের সাহায্য-সহযোগিতার উদ্দেশ্য গমনাগমন ব্যতীত ও শুধুমাত্র হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে যেমন-প্রভূত্ব,প্রভাব-পত্তি, শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে) মিলামিশা করবে এবং দুনিয়ায় প্রবেশ করবে বা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে(বিলাসিতা,লোভ-লালসা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, প্রভুত্ব অর্জন, সুনাম-সুখ্যাতি ও সম্মাণ ইত্যাদি চরিতার্থ করতে নিবিষ্ট হয়ে পড়বে) তখন তারা নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুস সালাম) খিয়ানতদার তথা বিশ্বাসঘাতক হয়ে পড়বে ।এমতাবস্থায় তোমরা তাদেরকে পরিত্যাগ কর ,তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক ।(নুজহাতুল মাজালিস, তাম্বিহুল গাফিলীন) ।

উপরে আমি দুইটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করেছি । উভয় হাদিস শরীফের মধ্যে কিছু শব্দ কম-বেশী আছে ও আগে-পরে ব্যবহৃত হয়েছে ।এতদসত্বেও উভয় হাদিস শরীফের ভাব ও অর্থ এক এবং অভিন্ন ।তবে প্রথম হাদিস শরীফখানার চেয়ে দ্বিতীয় খানার ভাব ও অর্থ এক এবং অভিন্ন হওয়া সত্বেও দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানাতে শব্দ বেশী থাকায় দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানা বোধগম্যের দিক দিয়ে বেশী স্পষ্ট হয়েছে বিধায় আমি এখানে দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানা বিভিন্ন স্থানে শিরোনামের সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যবহার করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা ।

উপরোল্লিত দীর্ঘ হাদিস শরীফখানার প্রথম অংশে>>((" أَلْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَالَمْ يُخَالِطُوا السُّلْطَانَ وَلَمْ يَدْخُلُوا فِى الدُّنْيَا

অর্থঃ-"আলিমগন যতক্ষণ পর্যন্ত রাজা-বদশাহর সাথে (রাষ্ট্রনায়ক,মন্ত্রীবর্গ ও শক্তিধর লোকদের সাথে) মিলামিশা করবেনা এবং দুনিয়াতে প্রবেশ ততক্ষণ তারা নবী-রাসুলগণের(আলাইহিমুস সালাম) আমানতদার তথা বিশ্বস্তজন"।))<<বর্ণিত আমানতদারিতা ও বিশ্বস্ততার গুণে গুণান্বিত আলিমই وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ)গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিভুষিত আলিম ।

وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ)গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিভুষিত মর্যাদাবান আলিমের সাথে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে ইসলামি শরীয়তে (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনের হুকুমঃ

وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিভুষিত মর্যাদাবান আলিমের সাথে সম্পর্ক রাখা সাধারণ মুমি-মুসলিমের জন্য ইসলামি শরীয়তে (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনে জোর তাকিদপূর্ণ ও সৌভাগ্যের বিষয় । এর অন্যথা করা ধ্বংসের কারণ । যেমন- হাদিস শরীফে আছে- আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمان بِنْ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ يَقُوْلُ : أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُحِبًّا وَلاَ تَكُنْ "اُغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا

الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكَ " ـ المعجم الاوسط ـ(5171)

অর্থঃ-হযরত আব্দুর রহমান বিন আবি বাকরা তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন: তুমি জ্ঞানীতে পরিনত হও নতুবা ছাত্র নতুবা আলিমের বাণীর) শ্রোতা নতুবা (আলিমের) মহব্বতকারী বা প্রেমিক হও ।পঞ্চম হয়ো না। তা হলে ধ্বংস হয়ে যাবে ।আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী,হাদিস শরীফ নং-৫১৭১ ।

এইমাত্র উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, হাদিস শরীফে বর্ণিত উপরোক্ত চারটি গুণের যে কোন একটি গুণ অর্জন করা বা চারটি গুণের যে কোন একটি গুণে গুণান্বিত হওয়া প্রতিটি মুসলিম মানুষের উপর অপরিহার্য । উপরোক্ত চারটি গুণ পরিত্যাগ করে অন্য যে কোন গুণে গুণান্বিত হওয়া একজন মুসলিম মানুষের জন্য ধ্বংসের কারণ । উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে এই কথা বলা যেতে পারে যে, وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিভুষিত মর্যাদাবান প্রকৃত আলিমের সাথে সম্পর্ক রাখা ফরজ ।

وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ) গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিভুষিত মর্যাদাবান আলিমের সাথে সম্পর্ক রাখার উপকারিতাঃ

وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ) গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিভুষিত মর্যাদাবান আলিমের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক রাখাতে নানাবিধ উপকারিতা রয়েছে । সকল প্রকার উপকারিতা বর্ণনা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয় বিধায় বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি উপকারিতার কথা নিম্নে উল্লেখ করা হল । যেমন- হাদিস শরীফে আছে- আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ

مَنْ زَارَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا زَارَنِي وَ مَنْ صَافَحَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا صَافَحَنِي وَمَنْ جَالَسَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا جَالَسَنِيْ وَمَنْ جَالَسَنِيْ فِى الدُّنْيَا أَجْلَسَه اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعِي فِى الْجَنَّةِ ـ

অর্থঃ- যে কেহ আলিমের সাথে সাক্ষাৎ করে সে যেন আমার সাথে (নবীর সাথে) সাক্ষাৎ করল, যে কেহ আলিমের সাথে মুসাফাহা করল যেন আমার সাথে (নবীর সাথে) মুসাফাহা করল, যে কেহ আলিমকে (আদর/সম্মাণ করে ঘরে/তার নিজের সাথে বসাল সে যেন আমাকে আদর/সম্মাণ করে ঘরে/তার নিজের সাথে বসাল । যে ব্যাক্তি আদর/সম্মাণ করে আমাকে দুনিয়াতে তার নিজের সাথে বসাল আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামতের দিন তাকে আমার সাথে জান্নাতে একসাথে বসাবেন ।

আরো একটি হাদিস শরীফে আছে- আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ

مَنْ صَلَّى خَلْفَ عَالِمٍ كَأَنَّمَا صَلَّى خَلْفَ نَبِيٍّ وَمَنْ صَلَّى خَلْفَ نَبِيٍّ فَقَدْ غُفِرَ لَهُ ـ

অর্থঃ-যে কেহ আলিমের পিছনে নামাজপড়ল সে যেন নবীর পিছনে নামাজ পড়ল, আর যে নবীর পিছনে নামাজ পড়ল তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হল ।

আখিরাতে শাস্তিপ্রাপ্ত প্রকৃত আলিমের অবস্থানঃ

আখিরাতে শাস্তিপ্রাপ্ত প্রকৃত আলিম হচ্ছেন وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণবর্জিত বা খেতাব বিবর্জিত মুসলি সমাজে প্রকৃত আলিম। তিনি হচ্ছেন وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণবর্জিত বা খেতাব বিবর্জিত হওয়ায় পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়াকত্বেও তিনি ইসলামি শরীয়তে (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনে বর্জনীয় আলিম । তিনি বর্জনীয় আলিম হওয়ার কারণে ধর্মীয় অনুশাসন সম্পর্কিত কোন বিষয়েই তার সিদ্ধান্ত ও মীমাংসা গ্রহনযোগ্য নয় । আর সাধারণ মানুষকে হেদায়াত করার, ওয়াজ-নসিহত করার, ফতওয়া দেওয়ার এবং পবিত্র কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করার অধিকার তার নেই । তার উপরোক্ত অধিকার না থাকাসত্বেও নিজ অহমিকার কারণে অহংকার বশত: যদি তিনি ধর্মীয় অনুশাসন সম্পর্কিত কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও মীমাংসা দেন, সাধারণ

মানুষকে হেদায়াত করেন ও ফতওয়া দেন এবং পবিত্র কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করেন তবে তিনি জাহান্নামে প্রবেশ করবেন ।

وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণবর্জিত বা খেতাব বিবর্জিত প্রকৃত আলিমের লাঞ্ছনা ও শেষ পরিণতিঃ

وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণবর্জিত বা খেতাব বিবর্জিত প্রকৃত আলিমকে এই কথা স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে যে, وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ এর পদমযাদার খেতাব অর্জন করার পূর্বে যদি উক্তগণ বিবর্জিত কোন প্রকৃত আলিম সাধারণ মানুষকে হিদায়াত করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন, ধর্মীয় অনুশাসন সম্পর্কিত কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও মীমাংসা দেন, ফতওয়া দেন এবং পবিত্র কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করেন তবে তার অবস্থা কোন এক জলন্ত মোমবাতির ন্যায় হয়ে যাবে । জলন্ত মোমবাতি যেমন নিজে স্বলে অপরকে আলো দান করে ও নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে অন্যের উপকার সাধন করে وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণবর্জিত বা খেতাব বিবর্জিত প্রকৃত আলিমের অবস্থাও ঠিক তদ্রুপ হয়ে যাবে । অর্থাৎ তিনিও নিজে ফাঁসির কাষ্ঠের আসামী হয়ে অন্যকে রক্ষা করার এবং নিজে জাহান্নামের স্বলন্ত আগুনে নিমজ্জিত থেকে অন্য এক জাহান্নামীকে জাহান্নামের স্বলন্ত আগুন থেকে মুক্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন । وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণবর্জিত বা খেতাব বিবর্জিত এই ধরনের প্রকৃত আলিম সম্পর্কেই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ----------

عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ : "مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِيْ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيْءُ لِلنَّاسِ وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ " المعجم الكبير،لطبراني ـت (1659)
অর্থঃ- হযরত জুনদুব (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যেই আলিম বা জ্ঞানী ব্যাক্তি মানুষকে কল্যাণকর বিষয় শিক্ষা দেয় অথচ সে নিজে নিজেকে (উপদেশ দিতে)ভুলে যায় তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে নিজেকে ধ্বং করে মানুষকে আলোদানকারী বাতির মত।আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-১৬৫৯।

(১) " إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ اللهُ بِعِلْمِهِ" অর্থঃ- কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে এমন এক আলিমের যার ইলম বা জ্ঞান তার উপকার হয়নি বা তার উপকারে আসে নি ।
(২) " إِنَّ الْعَالِمَ لَيُعَذَّبَ عَذَابًا يُطِيْفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ اسْتِعْظَامًا لِشِدَّةِ عَذَابِهِ " অর্থঃ-নিশ্চয়ই আলিম বা জ্ঞানী ব্যাক্তিকে এমন শাস্তি দেওয়া হবে যার শাস্তির কাঠিন্যতাকে বড় মনে করার জন্য তার চতুর্দিকে মানুষকে বেষ্টিত করা হবে ।

وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণবর্জিত বা খেতাব বিবর্জিত প্রকৃত আলিমের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ, তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফ গবেষণালব্ধ জ্ঞান অনুযায়ী তার পূরা জীবনটাকে মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক নির্দেশিত পথে পরিচালনা করবেন ও وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা

নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী অর্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন । তবেই তার মুক্তি ।

وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ –ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিবর্জিত হওয়ার কারণঃ

কোন প্রকৃত আলিম যদি নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুস সালাম) খিয়ানতদার তথা বিশ্বাসঘাতক হয়ে যান তা হলে তিনি وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ –ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিবর্জিত হবেন । উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ –ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিবর্জিত হওয়ার বা হারাবার কারণ মাত্র একটি ।কারণটি নিম্নরুপ ।

১. নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুস সালাম) খিয়ানতদার তথা বিশ্বাসঘাতক হওয়া । যে কোন প্রকৃত আলিমের মধ্যে উপরোক্ত ঘৃন্য গুণটির(খিয়ানতদার তথা বিশ্বাসঘাতক হওয়ার মত গুণটির) সমাবেশ ঘটবে তিনিই وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ –ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিবর্জিত প্রকৃত আলিম বলে পরিগনিত হবেন।

নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুস সালাম) খিয়ানতদার তথা বিশ্বাসঘাতক হওয়ার কারণঃ

একজন প্রকৃত আলিমের পক্ষে নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুস সালাম) খিয়ানতদার তথা বিশ্বাসঘাতক হওয়ার জন্য দুটি কারণ হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে । কারণ দুটি নিম্নরুপ ।
(১)রাজা-বাদশাহ,রাষ্ট্রনায়ক,মন্ত্রীবর্গ ও শক্তিধর লোকদের সাথে মিলাশিা করা ।
(২) দুনিয়ায় প্রবেশ হওয়া ও দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হওয়া ।
কোন প্রকৃত আলিম যদি উপরোক্ত দুটি কারণের সাথে জড়িয়ে পড়েন অথবা উক্ত দুটি কারণ যদি কোন প্রকৃত আলিমের মধ্যে প্রতিফলন ঘটে বা বিরাজমান থাকে তখন তিনি খিয়ানতদার তথা বিশ্বাসঘাতক প্রকৃত আলিম বলে গন্য হবেন । উক্ত কারণ দুটি সম্পর্কে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা দুটি হাদিস শরীফ বলেছেনঃ
(১) প্রথম হাদিস শরীফঃ

" أَلْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ عَلَى عِبَادِ اللهِ تَعَالَى مَالَمْ يُخَالِطُوا السَّلاَطِيْنَ فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ فَقَدْ خَانُوا الرُّسُلَ ، فَاحْذَرُوا هُمْ و اعْتَزِلُوا هُمْ ـــ إِحْيَاءُ عُلُوْمُ الدِّيْنِ

অর্থঃ-আলিমগন যতক্ষণ পর্যন্ত রাজা-বদশাহর সাথে (রাষ্ট্রনায়ক, মন্ত্রীবর্গ ও শক্তিধর লোকদের সাথে মিলামিশা করবেনা ততক্ষণ তারা নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুস সালাম) আমানতদার তথা বিশ্বস্তজন। আর যখন তারা উহা করে ফেলবে তখন তারা নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুস সালাম) খিয়ানতদার তথা বিশ্বাসঘাতক হয়ে পড়বে । এমতাবস্থায় তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো এবং তাদেরকে পরিত্যাগ কর, (ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন)।
(২) দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

" أَلْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَالَمْ يُخَالِطُوا السُّلْطَانَ وَلَمْ يَدْخُلُوا فِى الدُّنْيَا فَإِذَا خَالَطُوا السُلْطَانَ وَدَخَلُوْا فِى الدُّنْيَا فَقَدْ خَانُوا الرُّسُلَ ، فَاعْتَزِلُوا هُمْ واحْذَرُوا هُمْ "(نُزْهَةُ الْمَجَالِسِ + تَنْبِيْهُ الْغَافِلِيْنَ)

অর্থঃ-আলিমগন যতক্ষণ পর্যন্ত রাজা-বদশাহর সাথে (রাষ্ট্রনায়ক,মন্ত্রীবর্গ ও শক্তিধর লোকদের সাথে (তাদের পক্ষ হতে উলামাদেরকে আহবানের সাড়া ব্যতীত অথবা উলামা কর্তৃক রাজা-বাদশাহদেরকে ধর্মের দিকে আহবান ব্যতীত অথবা ধর্মীয় কাজে সহায়তা পাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত অথবা অসহায় ও নিরুপায় হয়ে তাদের সাহায্য-সহযোগিতার উদ্দেশ্য গমনাগমন ব্যতীত ও শুধুমাত্র হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে যেমন-প্রভূত্ব,প্রভাব-পত্তি, শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে) মিলামিশা করবেনা এবং দুনিয়াতে প্রবেশ করবেনা (বিলাসিতা,লোভ-লালসা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, প্রভুত্ব অর্জন, সুনাম-সুখ্যাতি ও সম্মাণ ইত্যাদি চরিতার্থ করতে নিবিষ্ট হয়ে পড়বেনা) ততক্ষণ তারা নবী-রাসুলগণের(আলাইহিমুস সালাম) আমানতদার তথা বিশ্বস্তজন। আর যখন আলিমগণ রাজা-বদশাহর সাথে (রাষ্ট্রনায়ক,মন্ত্রীবর্গ ও শক্তিধর লোকদের সাথে (তাদের পক্ষ হতে উলামাদেরকে আহবানের সাড়া ব্যতীত অথবা উলামা কর্তৃক রাজা-বাদশাহদেরকে ধর্মের দিকে আহবান ব্যতীত অথবা ধর্মীয় কাজে সহায়তা পাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত অথবা অসহায় ও নিরুপায় হয়ে তাদের সাহায্য-সহযোগিতার উদ্দেশ্য গমনাগমন ব্যতীত ও শুধুমাত্র হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে যেমন-প্রভূত্ব,প্রভাব-পত্তি, শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে) মিলামিশা করবে এবং দুনিয়ায় প্রবেশ করবে বা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে(বিলাসিতা,লোভ-লালসা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, প্রভুত্ব অর্জন, সুনাম-সুখ্যাতি ও সম্মাণ ইত্যাদি চরিতার্থ করতে নিবিষ্ট হয়ে পড়বে) তখন তারা নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুস সালাম) খিয়ানতদার তথা বিশ্বাসঘাতক হয়ে পড়বে । এমতাবস্থায় তোমরা তাদেরকে পরিত্যাগ কর ,তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক,(নুজহাতুল মাজালিস, তাম্বিহুল গাফিলীন) । উপরে আমি দুইটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করেছি । উভয় হাদিস শরীফের মধ্যে কিছু শব্দ কম-বেশী আছে ও আগে-পরে ব্যবহৃত হয়েছে ।এতদসত্বেও উভয় হাদিস শরীফের ভাব ও অর্থ এক এবং অভিন্ন ।তবে প্রথম হাদিস শরীফখানার চেয়ে দ্বিতীয় খানার ভাব ও অর্থ এক এবং অভিন্ন হওয়া সত্বেও দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানাতে শব্দ বেশী থাকায় দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানা বোধগম্যের দিক দিয়ে বেশী স্পষ্ট হয়েছে বিধায় আমি এখানে দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানা বিভিন্ন স্থানে শিরোনামের সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যবহার করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তাআ'লা ।

উপরোল্লিত হাদিস শরীফখানার দ্বিতীয় অংশে>>((فَإِذَا خَالَطُوا السُلْطَانَ وَدَخَلُوْا فِى الدُّنْيَا فَقَدْ خَانُوا الرُّسُلَ অর্থঃ-" আর যখন আলিমগণ রাজা-বদশাহর সাথে (রাষ্ট্রনায়ক,মন্ত্রীবর্গ ও শক্তিধর লোকদের সাথে) মিলামিশা করবে এবং দুনিয়ায় প্রবেশ করবে বা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে তখন তারা নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুস সালাম) খিয়ানতদার তথা বিশ্বাসঘাতক হয়ে পড়বে" ।))<<বর্ণিত খিয়ানতদারিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার গুণে গুণান্বিত আলিমই وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ - ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ)গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিবর্জিত আলিম ।

<u>وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিবর্জিত প্রকৃত আলিমের সাথে ধর্মীয় সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে ইসলামি শরীয়তে (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনের হুকুমঃ</u>

উপরে আমি দুইটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করেছি । উভয় হাদিস শরীফের মধ্যে কিছু শব্দ কম-বেশী আছে ও আগে-পরে ব্যবহৃত হয়েছে ।এতদসত্বেও উভয় হাদিস শরীফের ভাব ও অর্থ এক

এবং অভিন্ন ।তবে প্রথম হাদিস শরীফখানার চেয়ে দ্বিতীয় খানার ভাব ও অর্থ এক এবং অভিন্ন হওয়া সত্বেও দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানাতে শব্দ বেশী থাকায় দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানা বোধগম্যের দিক দিয়ে বেশী স্পষ্ট হয়েছে বিধায় আমি এখানে দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানা বিভিন্ন স্থানে শিরোনামের সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যবহার করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা ।

وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিবর্জিত প্রকৃত আলিমের সাথে ধর্মীয় সম্পর্ক রাখা উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফের অংশ বিশেষের ভাষ্য মোতাকে ইসলামি শরীয়তে (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনে উচিৎ নয় ।যেমন উপরোল্লিত দীর্ঘ হাদিস শরীফখানার তৃতীয় অংশ বিশেষের পবিত্র বাক্যটিতে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ" فَاعْتَزِلُوا هُمْ واحْذَرُوا هُمْ " অর্থঃ-অতএব, তোমরা তাদেরকে ত্যাগ কর এবং তাদের ব্যাপারে সতর্ক হও ।

উপরোল্লিত দীর্ঘ হাদিস শরীফখানার ভাষ্য মোতাবেক এই কথা বুঝা গেল যে, দুনিয়া বিমুখ আলিমগণ এবং রাজা-বাদশাহ/লাষ্ট্রনায়ক ,মন্ত্রীবর্গ ও শক্তিধর লোকদের সাথে মিলামিশা থেকে দূরেঅবস্থানকারী আলিমগণই নবী-রাসুলণের(আলাইহিমুসসালাম) আমানতদার তথা বিশ্বস্তজন । আর আমানতদার আলিম-উলামাগণই وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবী-রাসুলণের(আলাইহিমুসসালাম) ওআরিছ । রাজা-বাদশাহ/লাষ্ট্রনায়ক ,মন্ত্রীবর্গ ও শক্তিধর লোকদের সাথে মিলামিশাকারী , পার্থিব হীন স্বার্থে যোগাযোগ রক্ষাকারী আলিম-উলামাগণ এবং দুনিয়া আসক্ত আলিম-উলামাগণই নবী-রাসুলণের(আলাইহিমুসসালাম) খিয়ানতদার তথা বিশ্বাসঘাতক ।

অতএব, যখনই আলিম-উলামাগণ দুনিয়া আসক্ত হয়ে পড়বে এবং রাজা-বাদশাহ, লাষ্ট্রনায়ক ,মন্ত্রীবর্গ ও শক্তিধর লোকদের সাথে পার্থিব হীন স্বার্থের জন্য মিলামিশা করে নবী-রাসুলণের(আলাইহিমুসসালাম) খিয়ানতদার তথা বিশ্বাসঘাতক হয়ে পড়বেন তখন তারা আর وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী ভুষিত থাকতে পারবেন না । উপরোল্লিত দীর্ঘ হাদিস শরীফখানার দ্বিতীয় অংশ বিশেষের পবিত্র বাক্যটির ভাষ্য মেতাবেক যখন উলামাকেরামগণ শরীয়ত বিরোধী এই হীন অবস্থায় জড়িত হয়ে পড়বেন তখন উপরোল্লিত দীর্ঘ হাদিস শরীফখানার তৃতীয় অংশ বিশেষের পবিত্র বাক্যটির ভাষ্য>>((فَاعْتَزِلُوا هُمْ واحْذَرُوا هُمْ অর্থঃ- অর্থঃ-অতএব, তোমরা তাদেরকে ত্যাগ কর এবং তাদের ব্যাপারে সতর্ক হও ।))<<মোতাবেক তাদের সাথে ধর্মীয় সম্পর্ক রাখতে উক্ত হাদিস শরীফে নিষেধাজ্ঞা এসেছে এবং তাদেরকে প্রত্যাখান করতে বা তাদের থেকে দূরে সরে পড়তে ও তাদের ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার জন্য আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর প্রিয় উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন ।

وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিবর্জিত প্রকৃত আলিমের সাথে ধর্মীয় সম্পর্কছিন্ন করার প্রক্রিয়াঃ

وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ মর্যাদার খেতাব বা পদবী বিবর্জিত প্রকৃত আলিমের সাথে ধর্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রক্রিয়া এই যে, ধর্মীয় ব্যাপারে, ধর্মীয় বিষয়ে তার যে কোন সিদ্ধান্ত, মীমাংসা, হেদায়াত গ্রহণ থেকে এবং তার কর্তৃক পবিত্র কুরআনের ব্যখ্যা ও ওয়াজ-নসীহত শ্রবন থেকে মুসলমানগণ বিরত থাকাই হচ্ছে তার সাথে ধর্মীয় সম্পর্ক ছিন্নকরন । মহান আল্লাহ তাআ'লাই তাওফিকদাতা এবং মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন ।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত পদ

মর্যাদার খেতাব বা পদবী সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফ দুখানার সনদ সম্পর্কে একটু দুর্বলতা থাকতে পারে । এই সম্পর্কে আমার গবেষণা করার সুযোগ হয়নি। পরবর্তী সংস্করনে বিষয়টি দেখা হবে ইনশাআল্লাহ তাআ'লা ।তবে, সচেতন ও সতর্ক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ঠ।

(১) প্রথম হাদিস শরীফঃ

" أَلْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ عَلَى عِبَادِ اللهِ تَعَالَى مَالَمْ يُخَالِطُوا السَّلاَطِيْنَ فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ فَقَدْ خَانُوا الرُّسُلَ ، فَاحْذَرُوا هُمْ و اعْتَزِلُوا هُمْ " — إِحْيَاءُ عُلُوْمُ الدِّيْنِ .

(২) দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

" أَلْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَالَمْ يُخَالِطُوا السُّلْطَانَ وَلَمْ يَدْخُلُوا فِى الدُّنْيَا فَإِذَا خَالَطُوا السُلْطانَ وَدَخَلُوْا فِى الدُّنْيَا فَقَدْ خَانُوا الرُّسُلَ ، فَاعْتَزِلُوا هُمْ واحْذَرُوا هُمْ "(نُزْهَةُ الْمَجَالِسِ + تَنْبِيْهُ الْغَافِلِيْنَ)